|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১৪****সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**সংস্কৃতি সকল গোষ্ঠী, সমাজ তথা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিচ্ছবি। মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাপন ও কর্মপ্রবাহ সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। সংস্কৃতির মূল উপাদান হল: জ্ঞান, বিশ্বাস, আদর্শ, শিক্ষা, ভাষা, নীতিবোধ, আইন-কানুন, প্রথা এবং আরো বহুবিধ বিষয় যার সাহায্যে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সমাজ এবং জাতির সদস্য হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তোলে।**

**বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শীর্ষক ২৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে “রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন”।**

**একটি রাষ্ট্রের আদর্শ সমাজ গঠনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ভবিষ্যত নাগরিক শিশুদের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বস্তরে দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, চারু-কারু শিল্প, প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন, নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিতকল্পে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।**

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

| জাতীয় নীতি/কৌশল এবং বর্ণনা | কার্যক্রমসমূহ |
| --- | --- |
| **জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬****সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্য, লোক ও কারুশিল্প, চারুশিল্প, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, প্রত্নসম্পদ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণ, প্রচার এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিল্প ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দকে উৎসাহ প্রদান এবং সৃজনশীল কর্মের স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার সমন্বয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক উপাদান, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।** | * মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে এবং তাদেরকে সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক চর্চা (সংগীত) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এ কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে;
* শিশুদের জন্য নাটক, সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলাসহ এ্যাক্রোবেটিক ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ;
* বিভিন্ন জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনস্থলসমূহে বিশেষ বিশেষ দিবসে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশুদের সৃজনশীল মেধা বিকাশে সংগীত, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও কবিতা পাঠের আয়োজন;
* একুশে বই মেলায় শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশকদের জন্য শিশু কর্ণার করে বিশেষ সেবা প্রদান;
* গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক শিশুদের মধ্যে জ্ঞান ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে নানা দিবসে রচনা প্রতিযোগিতাসহ বই পাঠের আয়োজন;
* গণগ্রন্থাগারগুলিতে শিশু পাঠকদের জন্য পাঠ উপযোগী পৃথক ব্যবস্থা রাখা;
* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
 |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নে বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্বস্তরে দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, চারু-কারু শিল্প, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রদর্শন ও সংরক্ষণের বিষয়ে কাজ করে আসছে। বিগত তিন বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত অর্জন লাভ করা হয়েছে:**

* **বিভিন্ন দিবসসমূহ যেমন: রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী-তে কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, নওগাঁসহ মোট ৪টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য গত তিন অর্থবছরে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, বই পাঠ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন অর্থবছরে প্রায় ৯৪৫ জন শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। নজরুল জন্মবার্ষিকীতে মোট ৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, বই পাঠ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন অর্থবছরে এ অনুষ্ঠানে প্রায় ৭৫ হাজার শিশু অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া, গত তিন অর্থবছরে ৪৯৪১ জন শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ, গত তিন অর্থবছরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় এবং ৪৮২টি উপজেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় ১.৫০ কোটি শিশু অংশগ্রহণ করেছে।**
* **২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত অর্থবছরে ১৮টি জেলার ১৮০টি ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০টি জেলার ৩০০টি স্কুলে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম চালু করার মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংস্কৃতিমনা মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলমান অর্থবছরে ৬৪টি জেলার ৮৩৬টি স্কুলে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি স্কুলে একটি হারমোনিয়াম ও এক সেট করে মোট ৪৮০টি হারমোনিয়াম ও ৪৮০ সেট তবলা সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি স্কুলে ছয় মাসের জন্য দু’জন সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও যন্ত্রবাদককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৮৩৬টি স্কুলে এ কার্যক্রমে সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।**
* **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের স্ব-স্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা, অনুশীলন এবং তাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে পরিচিত এবং সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১২০০ শিশুকে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা যেমন: সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক প্রমিত উচ্চারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮০০ ও ৮৪৪ জন।**
* **শিশুদের জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করা লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ২০,৩৮৭ জন শিশুকে বিনা টিকিটে জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব এলাকা পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিদর্শনের সুযোগপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৭৭৫ জন এবং ১০,৬৭৬ জন।**

**৪.০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

 (বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 5.76 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 3.16 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 2.6 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 2.01 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 1.1 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 0.91 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.02 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.11 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.01 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.04 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **34.90** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

শিশুদের অবসর, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার বহুলাংশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়কে শিশু বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি'র ০.০২ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২০.০০ শতাংশ।

**৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চ্চা**

|  |
| --- |
| সংস্কৃতিমনস্ক ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ‘সংস্কৃতি চর্চা’ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী দু’টি অর্থবছরে ৪৮০টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রমের আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় চলতি অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় ৮৩৬টি বিদ্যালয়ে ‘সংস্কৃতি চর্চা’ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।C:\Users\saifuli\Desktop\moca_program.jpgবান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় তেমনি একটি বিদ্যালয় । এ বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আগে ছিল না। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীই ভালো গান করে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীত শিক্ষায় আগ্রহী। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও ছিল তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তিনি সব সময় এ প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের খুব প্রশংসা করেন। তিনি জানতে পারেন যে স্কুলে কোনো সংগীতের শিক্ষক নেই এবং শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান শেখার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিষয়টি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ‘সংস্কৃতি চর্চা’ কার্যক্রম আওতায় একটি হারমোনিয়াম এবং এক সেট তবলার ব্যবস্থা করা হয়। দু’জন গানের শিক্ষকের সম্মানীর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয় (মাসিক ১৫০০ টাকা এবং ২১০০ টাকা হারে)। শিক্ষকরা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস নেন। ফলে, শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে। |

৬.০ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যকলা ও সংস্কৃতির সকল শাখার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে সংস্কৃতিমনস্ক ও উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্যও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়নে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো:

* শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা বা পদ্ধতির অভাব;
* শিশুদের জন্য বাজেটের অপ্রতুলতা এবং নির্ধারিত বাজেটে শিশুবান্ধব বরাদ্দের স্বল্পতা;
* শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব;
* শিশুদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের স্বল্পতা;
* অটিস্টিক শিশুদের আলাদা করে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব; এবং
* দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।

**৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা**

| পরিকল্পনার মেয়াদ | পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম |
| --- | --- |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনাসমূহ | * শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম ৮৫০টি স্কুলে সম্প্রসারণ করা;
* জাতীয় শিশু-কিশোর ও যুব নাট্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন;
* দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুদের জন্য এ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
* বিশেষভাবে সক্ষম শিশু অবহেলিত/ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ;
* বিশেষ বিশেষ দিবসে বিনা টিকেটে শিশুদের জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনস্থলসমূহে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা;
* শিশুদের জন্য র‍্যালি, বই পড়া, রচনা প্রতিযোগিতা ও সেমিনার আয়োজন;
* প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং লাইব্রেরীতে তাদের পাঠ-সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
 |
| মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা | * দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পরিষদ কমপ্লেক্স শিশুদের লাইব্রেরি ব্যবহারের জন্য কর্ণার গড়ে তোলা;
* শিশু কল্যাণে শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে নানামুখী কর্মসুচি গ্রহণ করা হবে;
* ক্রমান্বয়ে সারাদেশে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের সাংকৃতিক চর্চার আওতায় আনা হবে।
 |
| দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা | * শিল্প সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য দেশব্যাপী শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
* শিশু-কিশোর জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে এবং পুস্তক পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি উপজেলা একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ করা হবে;
* শিশু সাহিত্য বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক মননশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি উপজেলা একটি করে শিল্পকলা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
* শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চার লক্ষ্যে স্কুল/কলেজ পর্যায়ে ভবিষ্যতে কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
 |

**৮.০ উপসংহার**

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী শিশুদের জন্য কল্যাণকর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র উপহার দিতে সর্বদাই সচেষ্ট। জাতীয় সংস্কৃতিনীতির আলোকে নৈতিক, মানবিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিশুদের মাঝে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগামীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসব, বিভিন্ন ধররের প্রশিক্ষণ প্রদান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।**